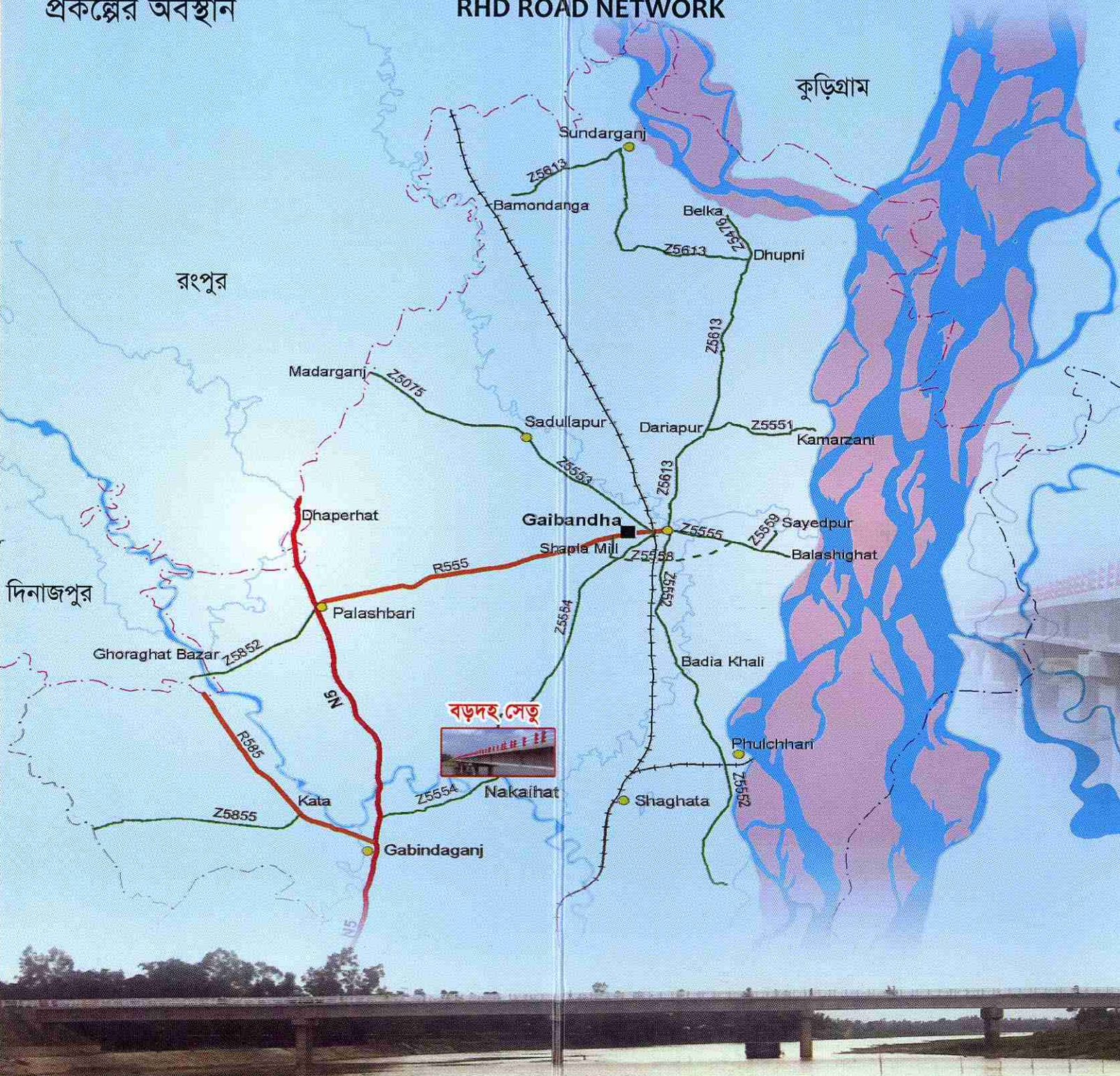


কুড়িগ্রাম

গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ সড়কে

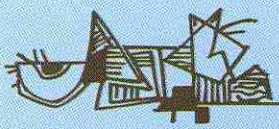
বড়দহ সেতু

শ্রী শ্রী স্তম্ভোৎসব



০৫ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২০ আগস্ট ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়



পটভূমি

গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ জেলা সড়কের ২১তম কিলোমিটারে করতোয়া নদীর উপর বড়দহ সেতু নির্মাণ কাজ সম্প্রতি সম্পন্ন করা হয়েছে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ২৫৩.৫৬ মিটার। সেতুটির প্রথম নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে ১৯৯৭ সালে। তখন সেতুর কাজ আংশিক সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তিতে ২০০৭ সালে পুনরায় সেতুর বাকী কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কাজ সমাপ্ত করা হয়নি। অবশেষে এই সেতুর অসমাপ্ত কাজ পুনরায় ২০১৩ সালে শুরু করে ১৯৪২.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মে ২০১৫ সালে সমাপ্ত করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের পূর্বে গাইবান্ধা জেলাবাসীকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের জন্য জাতীয় মহাসড়ক বগুড়া-রংপুর (এন-৫) ব্যবহার করে পলাশবাড়ী উপজেলা হয়ে যেতে হত। নব-নির্মিত বড়দহ সেতু নির্মাণের ফলে সড়ক পথে জেলা সদরের সহিত জাতীয় মহাসড়ক বগুড়া-রংপুর (এন-৫) এর দূরত্ব প্রায় ১০.০০ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর যান চলাচলের চাপ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের সাথে সড়ক পথে রাজধানী ঢাকা এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের সহিত বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ অত্যন্ত সহজ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী করার জন্য বিকল্প যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে বর্তমান সরকার কর্তৃক গাইবান্ধা জেলার বালাসীঘাট এবং জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদঘাটের মধ্যে ফেরী সার্ভিস চালুকরণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। বালাসী-বাহাদুরাবাদ ফেরী সার্ভিস চালু হলে উল্লেখিত বড়দহ সেতুটি তথা সড়কটি অন্যতম প্রধান সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা হিসেবে পরিচিত গাইবান্ধা জেলায় সেতুটি নির্মিত হওয়ায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেতুর অভাবে ইতোপূর্বে গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ সড়কটি কার্যত ব্যবহার করা যেতনা। সেতু নির্মাণের ফলে উক্ত সড়কটি বৃহত্তর যোগাযোগ নেটওয়ার্কে সম্পৃক্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে গাইবান্ধা জেলার সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে। গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি এবং সাঘাটা উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন চরাঞ্চলবাসীর উৎপাদিত কৃষিজ ও মৎস্য পন্য রাজধানী তথা অন্যান্য শহরাঞ্চলে বাজারজাত করণ সহজতর হবে। এই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।



নির্মাণাধীন বড়দহ সেতু



বড়দহ সেতু



সেতুর এ্যাপ্রোচ সড়ক

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ সড়কের বড়দহ সেতু নির্মাণ
সেতুর নাম	ঃ বড়দহ সেতু
প্রকল্প বাস্তবায়নে	ঃ গাইবান্ধা সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয়	ঃ অনুমোদিত ডিপিপি ব্যয় ২২২৬.৭৯৯ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন ব্যয় ১৫৮৫.৬৮ লক্ষ টাকা
অর্থায়নে	ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ তাহের এন্ড সন্স (প্রাঃ) লিমিটেড
সেতুর ধরণ	ঃ প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
স্প্যান সংখ্যা	ঃ ৭
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ ২৫৩.৫৬ মিটার
গার্ডার সংখ্যা	ঃ ২৮
সেতুর প্রস্থ	ঃ ৬.১০ মিটার
ফুটপাথের প্রস্থ	ঃ ০.৭৫ মিটার (প্রতি পার্শ্বে)
এ্যাপ্রোচ সড়ক	ঃ গাইবান্ধা প্রান্ত ৭৫০ মিটার গোবিন্দগঞ্জ প্রান্ত ২৫০ মিটার
পিয়র সংখ্যা	ঃ ৬
এ্যাবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ ২
ফাউন্ডেশন ধরণ	ঃ ওয়েল ফাউন্ডেশন
গার্ডারের দৈর্ঘ্য	ঃ ৩৬.৬০ মিটার
ওয়েলের গভীরতা	ঃ ৩০ মিটার
প্রথম পর্যায় কাজ শুরু	ঃ ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় পর্যায় কাজ শুরু	ঃ ২৯ মার্চ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
পুনঃরায় কাজ শুরু	ঃ ২৮ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
ক্রমপুঞ্জিত নির্মাণ ব্যয়	ঃ ১৯৪২.৭৬ লক্ষ টাকা
কাজ সমাপ্ত	ঃ ২৮ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ